নিজেকে সুসংগঠিত করা

আগের দুটো পাঠে খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা সেখানে মালিক হিসাবে ঈশ্বরের ও আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে, জানতে পেরেছি। আরও জেনেছি ঃ- আমরা শুধু ধনাধ্যক্ষই নই, আমরা তাঁর সম্পদও। এখন এ পাঠে আমরা আলোচনা করবো যে কিভাবে আমরা আমাদের স্বর্গীয় মালিকের ইচ্ছা অনুসারে জীবনকে সুসংগঠিত করতে পারি।

তাঁর ইচ্ছা অনুসারে জীবন পরিচালনা করতে এ পাঠটি বিশেষ ভাবে সাহায্য করতে পারবে মনে করেই এটি তৈরী করা হয়েছে। এ পাঠটির প্রথম অংশে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পর্কে, আর দ্বিতীয় অংশে তাঁর পরিকল্পনায় আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

করাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চেষ্টা করলে কাঠ চেরা যাবে না। করাতের যে পাশে দাঁত সে পাশ দিয়েই কাঠ চিরতে হবে। করাত যিনি তৈরী করেছেন, তিনি ঐ ভাবে পরিকল্পনা করেই তা তৈরী করেছেন। সুতরাং তার পরিকল্পনা মাফিক কাজ করলে সঠিক ফল পাওয়া যাবে। একইভাবে আমাদের জীবনও ফলবান হবে যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের জীবনকে সুসংগঠিত করি।

পাঠের খসড়া ঃ

ঈশ্বরের পরিকল্পনা ঃ

অনন্তকাল থেকে তাঁর পরিকল্পনা
আমাদের জন্ম থেকে তাঁর পরিকল্পনা
আমাদের আহ্বান থেকে তাঁর পরিকল্পনা

আমাদের ভূমিকা ঃ

ঈশ্বরের পরিকল্পনা খুঁজে বের করা।
তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে চলতে প্রস্তুত হওয়া।
তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে জীবন যাপন করা।

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করার পর আপনি ঃ

★ জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা খুঁজে পেতে ও সেভাবে চলতে যে ধাপগুলি প্রয়োজন, তা উল্লেখ করতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে জীবন যাপনে যে আনন্দ আছে, তা জানতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। আগের পাঠগুলো যেভাবে পড়েছেন এটিও সেভাবে পড়ে যান। যে শব্দগুলোর অর্থ জানেন না বইয়ের শেষের দিকে 'পরিভাষায়' খোঁজ করুন। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ও লক্ষ্য মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। যে পদগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, বাইবেল খুলে সেগুলো দেখে নিন। প্রশ্নমালার উত্তর অবশ্যই দেবেন।

২। পাঠের মধ্যে যে ছবি বা নক্সাগুলি দেওয়া আছে সেগুলো দেখুন। পাঠটি ভালভাবে বুঝবার জন্য এগুলো আপনাকে সাহায্য করবে।

৩। পাঠটি ভালভাবে পড়ার পর 'পরীক্ষা'র উত্তর লিখে বইয়ের পেছনে দেওয়া উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন।

মুল শব্দাবলী ঃ

সাদৃশ্য	পরিপন্থি
যুদ্ধংদেহী	প্রাধান্য

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

ঈশ্বরের পরিকল্পনা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ ঈশ্বরের পরিকল্পনার তিনটি দিকের বিষয় জানতে পারা।

পরিকল্পনা ছাড়া কোন সাধারণ কাজ করাও সম্ভব হয়না। যেমন একটা সাধারণ খেলনা তৈরী করতেও কারিগর মনে মনে একটা পরিকল্পনা করে থাকে। ঈশ্বরও একটি পরিকল্পনা নিয়ে এ জগত সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি এক সাথে সব কিছু সৃষ্টি করেন নি। একের পর এক করেছিলেন (আদি ১ ঃ ৩-৩১)। প্রকৃতির নিয়ম শৃংখলা দেখেই তা আমরা বুঝতে পারি। আমাদের প্রত্যেককে নিয়ে ঈশ্বরের যে একটি পরিকল্পনা আছে, আসুন তা জানতে চেষ্টা করি।

অনন্তকাল থেকে তাঁর পরিকল্পনা ঃ

ঈশ্বর তাঁর প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে মানুষ সৃষ্টি করে সমগ্র জগতের কর্তৃত্বভার তাকে দিলেন (আদিপুস্তক ১ ঃ ২৬, ২৮ ; গীতসংহিতা ৮ ঃ ৬-৮)। ঈশ্বর সমগ্র জগতের মালিক ও মানুষ তাঁর পরিচর্যাকারী। এই প্রথম পাঠে দেখা যায় যে সেই মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল। আর তখনই মানুষ তাঁর 'সাদৃশ্য-স্বভাব' হারিয়ে ফেলল।

ঈশ্বরের এই ক্ষতি করে শয়তান হোল খুশীতে আটখানা। সে ভেবেছিল এ ক্ষতি ঈশ্বর আর সারিয়ে তুলতে পারবেন না। কিন্তু তা কি হয়? তিনি স্রষ্টা সব, কিছুই করতে পারেন। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই জানেন। সুতরাং জগৎ সৃষ্টি করবার আগেই ঈশ্বর জানতেন যে মানুষ ব্যর্থ হবে, সে শয়তানের প্ররোচনা ও প্রলোভন কাটিয়ে উঠতে পারবে না। তাই মানুষকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার জন্য আগেভাগেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। রোমীয় ৮ ঃ ২৯-৩০ পদে ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিষয়ে এরূপ বলা হয়েছে ঃ

১। এদের তিনি আগে থেকেই চিনতেন,
২। এদের তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন,
৩। এদের তিনি ডাক দিলেন,
৪। এদের তিনি নির্দোষ বলে গ্রহণ করলেন ও,
৫। এদের তিনি নিজের মহিমা দান করলেন।

আমাদের প্রত্যেকের জীবন নিয়েই এ পরিকল্পনা। প্রেরিত পিতর বলেন যে, ঈশ্বর আমাদের আগে থেকেই জানতেন এবং সেই অনুসারে আমাদের বেছে নিয়েছেন (১ পিতর ১ঃ২)। প্রেরিত পৌল ও এ বিষয়ের উপর খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করবার আগেই খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের বেছে নিয়েছেন (ইফিষীয় ১ঃ৪)। ঈশ্বর আগেই জানতেন যে, আমরা তাঁর সেবা করব, আর তাই তিনি আমাদের আগে থেকেই আলাদা করে রেখেছেন।

হয়ত বা প্রশ্ন জাগতে পারে, ঈশ্বরের এ পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য কি? মানুষের মংগলের জন্য ত অবশ্যই। তবুও প্রথমতঃ মানুষ যে ঈশ্বরের 'সাদৃশ্য-স্বভাব' হারিয়ে ফেলেছিল তা ফিরিয়ে আনবার জন্যই তিনি এ পরিকল্পনা করেছিলেন। যীশুই হলেন অদৃশ্য ঈশ্বরের হুবহু প্রকাশ (কলসীয় ১ঃ১৫, ইব্রীয় ১ঃ৩)। ঈশ্বর চান আমরাও যেন তাঁর পুত্র যীশুর মত হতে পারি (রোমীয় ৮ঃ২৯, ইফিষীয় ৪ঃ১৩, ১ যোহন ৩ঃ২)। দ্বিতীয়তঃ তিনি চান তাঁর সন্তানদের নিয়ে খুব বড় একটা পরিবার হবে এবং যীশুই সেখানে অনেকের মধ্যে প্রধান হবেন (রোমীয় ৮ঃ২৯)। পরিশেষে, ঈশ্বর আরও চান, তার এই সন্তানদের নিয়ে যীশু চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন (প্রকাশিত বাক্য ২২ঃ৫)। এগুলি সত্যিই কি চমৎকার পরিকল্পনা নয়?

কিন্তু এ পরিকল্পনার মধ্যে নিজের জন্যও তাঁর একটি উদ্দেশ্য আছে। তিনি তাঁর গৌরবের জন্যই এ জগৎ ও মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন (প্রকাশিত বাক্য ৪ঃ১১, যিশাইয় ৪৩ঃ৭। তিনি মানুষকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার পরিকল্পনা করেছিলেন যেন, সেই মানুষ আবার তাঁর গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করে (ইফিষীয় ১ঃ৬ ও ১২-১৪, প্রকাশিত বাক্য ৫ঃ১১-১৩)।

১। বা দিকের উক্তিগুলোর সাথে ডানদিকের পদগুলোর মিল দেখান।

……ক) নিজের জন্য ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য আছে, তা বলা হয়েছে।	১। রোমীয় ৮ ঃ ২৯-৩০
	২। ইব্রীয় ১ ঃ ৩
……খ) ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিষয় বলা হয়েছে।	৩। প্রকাশিত বাক্য ৪ ঃ ১১
……গ) ঈশ্বরের হুবহু প্রকাশ কে, তা দেখানো হয়েছে।	
……ঘ) ঈশ্বরের ইচ্ছা জানানো হয়েছে, যেন আমরা তাঁর পুত্রের মত হতে পারি।	

আমাদের জন্ম থেকে তাঁর পরিকল্পনা ঃ

আপনার কাছে কি এরূপ কখনও মনে হয়েছে যে, আপনার জীবন অর্থহীন— এজগতে আমি অবাঞ্ছিত বা আমার জন্ম হওয়াই বৃথা ? যারা প্রভু যীশুকে ব্যক্তিগত জীবনে ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেনি তাদের এধরণের দুশ্চিন্তা থাকা অস্বাভাবিক নয়। তারা জানে না যে, ঈশ্বরই তাদের এ জগতে চেয়েছিলেন, আর তাই তাদের জন্ম হয়েছে। এই পৃথিবীতে তাদের জন্ম হওয়া'ই তাদের জন্য ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা।

বাইবেলে এ ধরণের অনেক লোকের উদাহরণ আছে, যাদের জন্মের আগেই ঈশ্বর তাদের নিয়ে পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। যেমন মোশির জীবন। মোশির মা ঈশ্বরের পরিকল্পনা বুঝতে পেরে মোশিকে তিন মাস লুকিয়ে রেখেছিলেন, যেন মিশরীয় সৈনিকেরা তাকে হত্যা করতে না পারে (ইব্রীয় ১১ ঃ ২৩)।

শিম্শোনের জীবন নিয়ে ঈশ্বরের একটি বিশেষ পরিকল্পনা ছিল (বিচারকর্তৃগণের বিবরণ ১৩ ঃ ১-৫)। জন্মের আগেই ঈশ্বর যিরমিয়কে পবিত্র করে ভাববাদী রূপে নিযুক্ত করেছিলেন (যিরমিয় ১ ঃ ৪-৫)। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের (লূক ১ ঃ ৫-১৭) ও আরো অনেকের জীবনে আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিষয় বাইবেল থেকে জানতে পারি।

ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন "তুমি আশীর্বাদের আকর হইবে" (আদি ১২ : ২)। সহজভাবে বলতে গেলে এ জগতে অব্রাম হলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ। ইতিহাসে অবশ্য অভিশপ্ত জীবনেরও অনেক গল্প আছে। যারা মানবতাকে গলা টিপে হত্যা করেছিল। যেমন হুন দেশের রাজা আতিল্লা। তবুও অনেক ঐতিহাসিক আতিল্লার অত্যাচারকে পাপের জন্য মানুষের উপর "ঈশ্বরের দণ্ড" রূপে বর্ণনা করেছেন। আতিল্লার যুদ্ধংদেহি স্বভাব বা হত্যাযজ্ঞ ঈশ্বরের পরিকল্পিত ছিল না, বরং ঈশ্বর চান যেন প্রত্যেক মানুষই জগতে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়। তবুও জগৎ মাঝে মাঝে দুঃখ-দুর্দশায় ভরে যায়, আর তখন প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের কর্তব্য সেই দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে সাহায্য করা।

অপঘাতে মৃত্যু হামেশাই ঘটছে। ডাকাত, লম্পট বা গুণ্ডাদের এধরণের কোন অপমৃত্যু ঘটলে সহানুভূতি জানাতে এসে প্রতিবেশী বা আত্মীয় স্বজন সাধারণতঃ বলে থাকেন, "কপালে যা ছিল, তাই হয়েছে। ভগবানের মাইর দুনিয়ার বাইর"। কিন্তু কারো জীবনে দুর্ঘটনা বা দুরাবস্থা আসুক তা ঈশ্বরের পরিকল্পনা নয়। মানুষ ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। কেউ কি নিজের সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে চায়? ঈশ্বর মানুষকে অত্যন্ত ভালবাসেন- তাইতো তাঁর এত পরিকল্পনা। কেউ ধ্বংস হোক বা তাঁর পাল থেকে হারিয়ে যাক, তা তিনি চান না। বরং তিনি চান প্রত্যেকেই যেন পাপ থেকে উদ্ধার পায় (যিহিষ্কেল ১৮ : ২৩, ১ তীমথিয় ২ : ৪, ২ পিতর ৩ : ৯)। প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজে অনেক কিছু ঘটায় ও শেষে ঈশ্বরের উপর তার দোষ আরোপ করে।

২। আপনি কাউকে বুঝাতে চান যে, জন্মের আগেই ঈশ্বর আমাদের নিয়ে পরিকল্পনা করে রেখেছেন। এর দৃষ্টান্ত দেখবার জন্য নীচের কোন্ পদটি সবচেয়ে ভাল হবে?

ক) গীতসংহিতা ৪ : ৬-৮

খ) লূক ১ : ৫-১৭

গ) রোমীয় ৮ : ২৯-৩০

ঘ) ২ পিতর ৩ : ৯

আমাদের আহ্বান থেকে তাঁর পরিকল্পনা ঃ

আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা গুলি তখনই এক বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ ধাপে পৌঁছায় যখন আমরা ব্যক্তিগত জীবনে যীশু খ্রীষ্টকে ত্রাণ-কর্তারূপে গ্রহণ করি। আর তখন থেকে ঈশ্বর তাঁর 'সাদৃশ্য-স্বভাব' আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিতে শুরু করেন (২ করিন্থীয় ৩ ঃ ১৮, কলসীয় ৩ ঃ ১০) ও যে উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তা পূর্ণ করতে থাকেন।

মনোনীত জাতির প্রতিষ্ঠাতা রূপেই ঈশ্বর অব্রামকে আহ্বান করেছিলেন (আদি ১২ ঃ ১-২)। মোশিকে ইস্রায়েলদের মুক্তিদাতা হিসাবে (যিশাইয় ৬ ঃ ৮-১০) এবং শৌলকে প্রেরিত ২৬ ঃ ১৫-১৮) আহ্বান করেছিলেন। এইভাবে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আহ্বান করছেন। আসুন-আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলি, প্রভু আমরা প্রস্তুত।

এ জগতে দুঃখ ও যাতনা ভোগ করা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটি গুরুত্ব পূর্ণ অধ্যায়। যেমন-কাঠ দিয়ে একটা হাতি তৈরী করবার জন্য প্রথমে খুব বড় একখণ্ড কাঠ নিয়ে হাতির আকৃতি আনবার জন্য মিস্ত্রীকে কুড়াল মারতে থাকতে হয়, ও তার পছন্দ মত আকৃতি না হওয়া পর্য্যন্ত কুড়াল দিয়ে আঘাত করেই যেতে হয়। ঠিক তেমনি ভাবে, তাঁর পরিকল্পনা পূর্ণ করবার জন্য আমাদের জীবনের দুঃখ কষ্ট তিনি ব্যবহার করেন যেন আমরা তার পরিকল্পনা মাফিক গড়ে উঠি। যোষেফের জীবনেও এরূপ ঘটেছিল (আদি ৩৭ ঃ ১-৩৬; ৩৯ ঃ ১-২৩)। পৌলের বিষয়ও তাই (২ করিন্থীয় ১১ ঃ ২৩-২৮)। তাঁরা ঈশ্বরের বিশেষ মনোনীত লোক ছিলেন, তবুও তাঁদের জীবনে কত দুঃখ-দুর্দশা এসেছিল। যীশু নিজেই 'ব্যথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত" হলেন (যিশাইয় ৫৩ ঃ ৩)। ঈশ্বরের পুত্র হয়েও তিনি দুঃখ ভোগের মধ্যে দিয়ে বাধ্যতা শিখেছিলেন (ইব্রীয় ৫ ঃ ৮)। যীশুকে যেমন কালভেরী পর্য্যন্ত যাতনার ক্রুশ বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল, আমাদেরও যদি তেমনিভাবে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত দুঃখ-যন্ত্রনা ভোগ করতে

হয়, তাতে হতাশ বা ভয় পাবার মত কিছুই নেই। ঈশ্বর ঠিক যেভাবে চান, সেভাবেই আপনাকে গড়ছেন। পরে আমরা যে আনন্দ পাবো সে তুলনায় আমাদের এ জীবনের কষ্টভোগ কিছুই নয় (রোমীয় ৮ ঃ ১৮)।

৩। বা দিকের উক্তিগুলোর সাথে ডান দিকের ঈশ্বরের পরিকল্পনার মিল দেখান।

……ক) ঈশ্বর তাঁর 'সাদৃশ্য-স্বভাব' আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিতে শুরু করেন।	১। অনন্তকাল থেকে।
……খ) ঈশ্বর চান তাঁর সন্তানেরা যেন চির-কাল ধরে তাঁর সংগে রাজত্ব করে।	২। আমাদের জন্ম থেকে।
……গ) যাতনাভোগ ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটি অংশ।	৩। আমাদের আহ্বান থেকে।
……ঘ) প্রতিটি জীবনের জন্য ঈশ্বরের একটি বিশেষ পরিকল্পনা আছে।	
……ঙ) ঈশ্বর চান, তাঁর সন্তানেরা যীশুর মত হবে।	
……চ) ঈশ্বর চেয়েছেন তাই আমরা এ জগতে এসেছি।	

আমাদের ভূমিকা ঃ

ঈশ্বরের পরিকল্পনা খুঁজে বের করা ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ কিভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পনা খুঁজে বের করা যায় এমন কয়েকটি উদাহরণ বেছে নিতে পারা।

আমরা জানতে পেরেছি যে, ঈশ্বরই আমাদের জীবনের মালিক ও আমরা আমাদের জীবনের পরিচর্যাকারী মাত্র। আরও জানি যে মালিকই পরিকল্পনা করে থাকেন যে, কিভাবে তাঁর বিষয়-আসয় ব্যবহার করা হবে। পরিচর্যাকারী কেবল মালিকের পরিকল্পনা অনু-সারে কাজ করে যায়। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের জন্য ঈশ্বরের একটি বিশেষ পরিকল্পনা আছে, তা খুঁজে বের করাই হোল আমাদের

প্রথম ও প্রধান কাজ। তারপর তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আমরা আমাদের জীবন পরিচালনা করে যাবো। আর এজন্য নীচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হোল—

১। **নিজেকে পরীক্ষা করা**ঃ—আমরা মাঝে মাঝে এরূপ ভাবি—মণ্ডলীর সদস্য হয়েছি, বাস্ এজন্যইতো ঈশ্বর আমাকে আহ্বান করেছেন। কিন্তু মণ্ডলীতে আমার কি কোন বিশেষ ভূমিকা আছে? আমাদের মধ্যে অনেকেই বলে থাকেন, মণ্ডলীতে কাজ করবার মত অনেকেই আছে, আমি না হয় একটু দূরেই থাকলাম। মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে গির্জায় যাওয়াইতো যথেষ্ট। কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন ধরণের কাজ করছে—যেমন, সেবামূলক, সভা-সমিতি, প্রচার, উন্নয়নমূলক, আরও কত সব কাজ। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায় যে, তাদের যদি মণ্ডলীতে ঈশ্বরের গৌরবের জন্য এত সব কাজ থেকে থাকে, তা হলে আমাদের প্রত্যেকের জন্যও কিছু না কিছু কাজ রয়েছে। তা না হলে মণ্ডলীতে আমরা হয়ে যাবো সাধারণ পরিদর্শকের মত, যারা মাঝে মাঝে এসে ঘুরে ফিরে দেখে যায়। তাছাড়া, এভাবে আমাদের জীবনে একঘেয়েমি এসে পড়বে ও কেবল মাত্র গীর্জায় যেতে আর ভালো লাগবে না, প্রার্থনার সময় অন্যদিকে মন যাবে বা ঘুম আসবে। এইকি খ্রীষ্টিয় জীবন? নিশ্চয় না। ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে আরও ভাল কিছু চান।

অনেকেই এরূপ ভাবতে পারে যে, আমরা তাঁর পরিচর্যাকাজে ব্যর্থ হয়েছি সুতরাং তিনি আমাদের উপর আর কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেবেন না। ঈশ্বরের দেওয়া এ জীবনকে আমরা নষ্ট করছি, এটা এখন ভাংগা হাড়ির মত হয়ে গেছে। কিন্তু ঈশ্বর খুব দক্ষ কারিগর, তিনি এসব ভাংগা হাড়ি জোড়াতে পারেন (যিরমিয় ১৮ ঃ ১-৮)। তাঁর কাজে যারা ব্যর্থ হয়েছে, তিনি তাঁদের জন্য একটি বিশেষ পরিকল্পনা রেখেছেন। উদাহরণ স্বরূপ—যাকোব অন্ধ পিতাকে ঠকিয়ে তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ কেড়ে নিয়েছিল (আদি ২৭ ঃ ১-৩৫); মোশি একজন মিশরীয়কে খুন করেছিল (যাত্রা পুস্তক ২ ঃ ১১-১৫); দায়ূদ অন্যের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছিল (২ শমূয়েল ১১ ঃ ১-২৭) এবং পিতর প্রভুকে অস্বীকার করেছিল (মথি ২৬ ঃ ৬৯-৭৫)। এরা সবাই ব্যর্থ

হয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বরতো তাদের দূর করে দেননি বরং তাদের আবার তাঁর কাজে ব্যবহার করেছিলেন। তাদের সমস্ত পাপ তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ঠিক একইভাবে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তিনি তাঁর কাজে আমাদের আবার ব্যবহার করতে পারেন। তাই তিনি চান, আমরা যেন নিজেদের পরীক্ষা করে সংশোধন করতে পারি, যাতে আমাদের জীবনে তাঁর পরিকল্পনা খুঁজে বের করা সম্ভব হয়।

২। **নিজেদের পরিকল্পনা ত্যাগ করা**ঃ—নূতন জীবন লাভের আগ পর্যন্ত আমরা ভাবতাম, আমরাই আমাদের জীবনের মালিক এবং আমরা নিজেদের খুশীমত চলতাম। কিন্তু যখন থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, ঈশ্বরই আমাদের জীবনের মালিক, তখন থেকে তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই জীবন পরিচালনা করবো বলে আমরা স্থির করেছি। কিন্তু সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে আমাদের নিজেদের পরিকল্পনা ঈশ্বরের পরিকল্পনা নয়। যেমন—শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ঈশ্বরের লোকদের মুক্তি দিতে গিয়ে মোশি ভেবেছিলেন যে, তিনি ঈশ্বরের পরিকল্পনাই সার্থক করছেন (প্রেরিত ৭ ঃ ২৩-২৫)। তেমনি ভাবে শৌলও মনে করেছিলেন যে, খ্রীষ্টিয়ানদের উপর নির্যাতন করে তিনি ঈশ্বরের পক্ষেই কাজ করছেন (প্রেরিত ৮ ঃ ৩, ৯ ঃ ১-২, ফিলিপীয় ৩ ঃ ৬)। দুজনের চিন্তাই ছিল একদম ভুল। যে পর্যন্ত নিজেদের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে না পারবো, সে পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানতে পারবো না।

৩। **খ্রীষ্টের প্রভুত্ব মেনে নেওয়া**ঃ—শৌল মাটিতে পড়ে গিয়ে যাঁর কথা শুনতে পাচ্ছিলেন, তাঁকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করলেন (প্রেরিত ৯ ঃ ৫-৬)। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যে শক্তি তাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে ও যে সুর তিনি শুনতে পাচ্ছেন তা একই ব্যক্তির। নির্যাতনকারী শৌল আত্ম সমর্পণ করলেন। তিনি দম্মেশকের খ্রীষ্টিয়ানদের গ্রেফতার করার পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন। আর তখন থেকেই তিনি যীশুকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করলেন। ঠিক একই ভাবে যারা ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানতে চান, তাদেরও শৌলের মত যীশুকে

প্রভু হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। খ্রীষ্টের প্রভুত্ব মেনে না নিলে ও সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না করলে, কেউই ঈশ্বরের পরিকল্পনা বুঝতে পারে না।

৪। ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানবার জন্য উপরের আলোচনা থেকে যে দুটো বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় সেগুলো লিখুন ঃ—

....

....

৪। **প্রভুকে জিজ্ঞাস করা ঃ**—পৌল জিজ্ঞেস করেছিলেন, "প্রভু, আমি কি করবো ?" (প্রেরিত ২২ ঃ ১০)। কি সুন্দর প্রশ্ন! ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানবার জন্য উপরে যে তিনটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো যদি ব্যক্তিগত জীবনে গ্রহণ করে থাকি, তাহলে যীশুর কাছে পৌলের মত আমরাও তাঁকে একই প্রশ্ন করতে পারি। বন্ধুগণ—তাহলে আসুন, যে পরিকল্পনা তিনি আমাদের জন্য করে রেখেছেন, তা জানবার জন্য প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করি।

৫। **তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকা ঃ**—আমাদের দিয়ে ঈশ্বর যা করতে চান, তা গ্রহণ করবার জন্য সব সময় প্রার্থনার মাধ্যমে আমাদের প্রস্তুত থাকা একান্ত দরকার। আমাদের দক্ষতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বুদ্ধি সবার একরকম নয়। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য রয়েছে। এভাবেই তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের প্রত্যেকের জন্য তিনি পৃথক পৃথক পরি-

কল্পনা করে রেখেছেন। কাউকে হয়ত তিনি পালক বা প্রচারক করতে চান। অন্যদের শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার বা অফিসার করতে চান। আপনি একজন খুব বিখ্যাত লোক হতে পারেন, আবার খুব বিখ্যাত নাও হতে পারেন। যেমন—ঈশ্বর শৌলকে খুব বড় প্রেরিত ও লেখক করেছিলেন, অন্যদিকে অননীয় সারা জীবন দম্মেশক মণ্ডলীর একজন সাধারণ শিষ্যই রয়ে গেলেন। কিন্তু এই অননীয়ই শৌলকে খ্রীষ্টিয় জীবনে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছিলেন (প্রেরিত ৯ ঃ ১০-১৭)। আবার শিমোন-পিতর তাঁর ভাই আন্দ্রিয়ের চেয়ে অনেক বেশী বিখ্যাত হয়েছিলেন, অথচ আন্দ্রিয়ই পিতরকে প্রথম যীশুর কাছে আনেন (যোহন ১ ঃ ৪০-৪২)।

৬। **ঈশ্বরের বাক্য শ্রবন করা ঃ**—আমাদের নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি—প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তা-তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি, এখন কিভাবে এর উত্তর পাবো? ঈশ্বর অনেকভাবে এর উত্তর দিতে পারেন। যেমন ঃ—

ক) সারাসরি তাঁর রব শোনার মাধ্যমে (প্রেরিত ২২ ঃ ১০),
খ) স্বর্গদূতের মাধ্যমে (প্রেরিত ৮ ঃ ২৬),
গ) দর্শনের দ্বারা (যাত্রা পুস্তক ৩ ঃ ১-১০ ; প্রেরিত ১৬ ঃ ৯-১০),
ঘ) স্বপ্নের মাধ্যমে (মথি ১ ঃ ২০-২১),
ঙ) ভাববাণীর মাধ্যমে (প্রেরিত ১৩ ঃ ১-২, ২২ ঃ ১৫-১৬)
চ) পবিত্র আত্মার কথার মাধ্যমে (প্রেরিত ৮ ঃ ২৯ ; ১০ ঃ ১৯)।

ঈশ্বরের কাছ থেকে উত্তর পাবার বা তাঁর ইচ্ছা জানবার যে মাধ্যম বা উপায়গুলো উপরে দেখানো হয়েছে, সেগুলো কোন একটি বিশেষ নির্দেশ দেবার জন্য ঈশ্বর ব্যবহার করেছিলেন। এ ছাড়াও, ঈশ্বর আরও অনেক উপায়ে তাঁর পরিকল্পনা আমাদের জানাতে পারেন। যেমন—বাইবেল, পালকের উপদেশ, কোন বিশ্বাসী ভাইয়ের লেখা বা তার পরামর্শ, যাঁরা ঈশ্বরের পথে চলে তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের জীবনে তাঁর পরিকল্পনা আমরা বুঝতে পারি। বাইবেলে সাধারণভাবে সমস্ত মানবজাতি বা খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য সার্বিক নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আপনি মণ্ডলীর নেতা বা ডিকন হবেন কিনা এমন কোন নির্দেশ এখানে দেওয়া হয়নি।

আমাদের জীবনে তাঁর পরিকল্পনা জানবার জন্য আমরা প্রার্থনা করার সাথে সাথেই তিনি উত্তর নাও দিতে পারেন। সেজন্য অধৈর্য্য হওয়ার কোন কারণ নেই। তিনি আমাদের প্রভু, আমরা তাঁর ধনাধ্যক্ষ মাত্র। আমাদের ইচ্ছা নয়, কিন্তু তাঁর ইচ্ছাই আমরা এ জগতে পূর্ণ করবো। কোন উত্তর পেলে তা' বিবেচনা করে দেখতে হবে যেন, তা বাইবেল বা সাধারণ জ্ঞানের পরিপন্থী না হয় (গালাতীয় ১ ঃ ৮-৯)। যদি ঈশ্বর প্রথমে অল্প কিছু বুঝতে দেন, তাহলে সেটুকু পালন করুন, ঈশ্বর আস্তে আস্তে আরও বুঝতে দেবেন (প্রেরিত ৯ ঃ ৬ পদ দেখুন)।

এমনও হতে পারে যে আমরা একটা ভাববাণী শুনেছি যে, কিভাবে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করবো—সাথে সাথে ভাববাণী অনুসারে কাজ শুরু না করে আমরা অপেক্ষা করবো ও প্রার্থনা করতে থাকবো, যেন পবিত্র আত্মা ব্যক্তিগত ভাবে সেই ভাববাণীর বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত করেন। ঈশ্বর স্বপ্নের মধ্যে আমাদের কাছে যদি কিছু প্রকাশ করেছেন বলে মনে হয়, তবে নিজেরা সেই স্বপ্নের অর্থ না করে বরং পালক বা কোন পরিপক্ক খ্রীষ্টিয়ানের কাছে এর গূঢ় অর্থ জানবার জন্য জিজ্ঞেস করতে হবে।

৫। ঈশ্বরের পরিকল্পনা খুঁজে পাবার জন্য যে নির্দেশগুলো দেওয়া হয়েছে, নীচের লোকদের মধ্যে কে সেই মত চলছে ?

ক) সুশান্ত বাবু পালক হয়েছেন। তাঁর ছোট ভাই প্রশান্ত স্থির করেছে, বড়দার মত তারও পালক হওয়া উচিৎ।

খ) সীমা এমন একটি স্বপ্ন দেখল যে তার ধারণা হল, তার একজন মিশনারী হওয়া কর্তব্য কিন্তু—মণ্ডলীর পালক বা কোন পরিপক্ক খ্রীষ্টিয়ানকে কিছু না বলেই সে কোম্পানীতে তার চাকুরী ইস্তাফা দিল।

গ) তুহিন তার জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানতে চায়। তাই প্রায়ই সে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করে যে সে কি করবে। খুব ধৈর্য্য নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানবার জন্য তুহিন অপেক্ষা করছে এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে।

তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে চলতে প্রস্তুত হওয়া ঃ

প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা

লক্ষ্য ৩ ঃ ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে চলতে আমাদের প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, সেগুলো বের করতে পারা।

ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানবার পর সেই ব্যাপারে আমাদের জীবনে প্রস্তুতির একান্ত প্রয়োজন। এ জগতের সব কাজের জন্য যেমন প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় একইভাবে ঈশ্বরের কাজের জন্যও প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। বরং তাঁর কাজে আরও অনেক বেশী প্রস্তুতির দরকার। মণ্ডলীর প্রথম পালকদের জীবন প্রস্তুত করবার জন্য যীশু তিন বৎসর সময় লাগিয়েছিলেন। তারপরও একথা মনে রাখতে হবে যে এ জগতে আমাদের সমগ্র জীবনটাই হচ্ছে অনন্তকালের জন্য এক প্রস্তুতি পর্ব।

মাঝে মাঝে ঈশ্বর আমাদের নিজেদের ইচ্ছা আকাংখা অনুসারেও তাঁর পরিকল্পনা তৈরী করে থাকেন। যেমন মোশি আশা করেছিলেন তিনি হবেন তাঁর লোকদের মুক্তিদাতা। আর ঈশ্বরও তাই চেয়েছিলেন। মোশি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, তিনি খুব মেজাজী ও উগ্র স্বভাবের লোক ছিলেন (যাত্রা পুস্তক ২ ঃ ১১-১৪)। কিন্তু প্রভুর কাজের জন্য দরকার নম্র প্রকৃতির লোক। তাই মোশিকে প্রস্তুত করতে বা নম্র মানুষে পরিণত করতে ঈশ্বর চল্লিশ বৎসর সময় লাগিয়েছিলেন (গণনা পুস্তক ১২ ঃ ৩)। যাহোক, আমরা কি প্রভুর জন্য কাজ করতে আগ্রহী ?

যদি হই, তাহলে সেটা হবে আমাদের জীবনে সবচেয়ে মহৎ বিষয় (১ তীমথিয় ৩ ঃ ১)। প্রভুর কাজ করবার জন্য কি ধরণের যোগ্যতার প্রয়োজন, সেগুলো বাইবেলে দেখানো হয়েছে। সেইভাবে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে (১ তীমথিয় ৩ ঃ ২-৭)। প্রস্তুতি নিতে যদি অনেক সময় লাগে, সেজন্য ভেংগে পড়বার কোন কারণ নেই। মোশিরতো চল্লিশ বৎসর সময় লেগেছিল নরম গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং শক্ত গাছ তৈরী হতে বা বাড়তে সময় অনেক বেশী লাগে।

৬। শিষ্যদের প্রস্তুত করতে যীশুর তিন বৎসর সময় লাগার কারণ ঃ—

ক) তাঁদের ঈশ্বরের পথে চলতে আগ্রহ কম ছিল।

খ) তাঁদের জানার দরকার ছিল, কিভাবে তাঁর পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে হবে।

গ) তাদের উৎসর্গীকরণের অভাব ছিল।

আমাদের জীবনে তাঁর পরিকল্পনা সফল হওয়ার উপায়গুলো।

লক্ষ্য ৪ ঃ ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারা।

লক্ষ্য ঃ ৫ এই পাঠে যে উপায়গুলো দেখান হয়েছে, সেগুলো অনুসরণ করার মত একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারা।

লূক ১৪ ঃ ২৮-৩২ পদে পরিকল্পনার বিষয়ে যীশু যে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শিক্ষা অনুসারে চললে, আমরা নিঃসন্দেহে আমাদের লক্ষ্যে পৌছতে পারি। কিন্তু আমরা যদি আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা ত্যাগ না করি, তাহলে কিভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানতে পারবো? নিজেদের পরিকল্পনা ত্যাগ করে ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানা কি আমাদের উচিৎ নয়? হ্যাঁ, তাতো অবশ্যই। কেননা ঈশ্বরই আমাদের জীবনের মালিক। আর একজন ভাল মালিকের মত তিনি আমাদের জন্য পরিকল্পনাও করে রেখেছেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনাগুলি কিভাবে কাজে খাটবে সে সব খুটিনাটি বিষয়ের ভার তিনি আমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। বুদ্ধি, বিবেচনা ও দূরদর্শিতা তাঁরই দান। সেগুলো ব্যবহার করে তাঁর উদ্দেশ্য

আমাদের সফল করতে হবে। আমরা তাঁর যন্ত্র নই, বরং তাঁর বিষয়-আসয়ের পরিচর্যাকারী এবং পরিচর্যা কাজের জন্য তাঁর কাছে দায়ী। যাকোব ৪ ঃ ১৩-১৫ পদ পড়ে অনেকে এরূপ মনে করেন যে, আমাদের নিজস্ব কোন পরিকল্পনাই ঈশ্বরেই কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যাকোবের ঐ পদগুলোতে যাদের ভাসা ভাসা জ্ঞান কেবল তারাই এরূপ ভাবতে পারেন। কিন্তু ঐ পদগুলো পড়ে একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায় যে, ঈশ্বর চান আমরাও যেন পরিকল্পনা করি। অবশ্য সেই পরিকল্পনা ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। আসুন—যাকোব ৪ ঃ ১৫ পদ ভালভাবে লক্ষ্য করি ঃ "প্রভু যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমরা বেঁচে থাকবো এবং এটা বা ওটা করবো।" সুতরাং আমরা এমন সব পরিকল্পনা করবো যেগুলো ঈশ্বরের আশীর্বাদ যুক্ত হবে (হিতোপদেশ ১৬ ঃ ৩)।

৭। কোন্ উক্তিতে আমাদের ও ঈশ্বরের পরিকল্পনার মধ্যে সম্পর্কের বিষয় সবচেয়ে ভালভাবে বলা হয়েছে, টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে তা বুঝিয়ে দিন।

ক) ঈশ্বর আমাদের জন্য পরিকল্পনা করেন কিন্তু এগুলি কার্যকর করবার জন্য খুটিনাটি বিষয়ের পরিকল্পনাগুলি আমাদের হাতে।

খ) যাকোব ৪ ঃ ১৩-১৫ পদ অনুসারে ঈশ্বর আগেভাগেই আমাদের জন্য পরিকল্পনা করে রেখেছেন, সুতরাং আমাদের নিজস্ব কোন পরিকল্পনা করার দরকার নেই।

গ) ঈশ্বর আমাদের দিয়ে যা করাতে চান, আর আমরা যা করতে চাই, সাধারণতঃ তা উল্টো হয়ে থাকে। তাই আমাদের নিজস্ব কোন পরিকল্পনা করা উচিৎ না।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে, খ্রীষ্টিয় জীবনে পরিকল্পনা করা আমাদের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন। জীবন পরিচালনা করবার যে উপায়গুলো ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন, এখন আমরা সেগুলো আলোচনা করবো। উপায়গুলোর তিনটি অংশ আছে, যেমন—লক্ষ্য, প্রাধান্য ও পরিকল্পনা। প্রতিযোগীতায় যে দৌড়ায় লক্ষ্যে পৌছানোই তার একমাত্র আকাংখা। খ্রীষ্টিয় জীবন হোল প্রতিযোগীতায় দৌড়ানোর

মত (ইব্রীয় ১২ ঃ ১)। আমাদের আসল লক্ষ্য স্বর্গ। আর সেখানে পৌছবার আগে, ধাপে ধাপে এর মাঝে আরও কয়েকটা লক্ষ্য পার হয়ে যেতে হয়। প্রেরিত পৌল সেই আসল লক্ষ্যে পৌছবার আশা করেছিলেন (ফিলিপীয় ৩ ঃ ১৪)। জীবনের শেষে আনন্দের সাথে তিনি বলেছিলেন, "খ্রীষ্টের পক্ষে আমি প্রাণপণে যুদ্ধ করেছি, দৌড়ের খেলায় শেষ পর্যন্ত দৌড়েছি এবং খ্রীষ্টিয় ধর্ম-বিশ্বাসকে ধরে রেখেছি" (২ তীমথিয় ৪ ঃ ৭)। এখন তাহলে বলতে পারি, আমাদের জীবনে আমরা যা পেতে চাই তাই হোল লক্ষ্য।

আমরা বুঝতে পারি আর না পারি, আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই লক্ষ্য আছে। লোকে বলে থাকে, "মানুষ চিন্তা করে এক, কিন্তু হয় (ঈশ্বর করেন) আর এক।" এই কথাগুলির দ্বারাও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে যা চান আমরা যদি তাই আশা করি তাহলে আশা ভংগের আর কারণ থাকে না। এরই মধ্যে নিশ্চয়ই প্রভুর কাজের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে আমরা মন স্থির করেছি। আর এটাই হ'ল আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার জন্য একটি লক্ষ্য। উদাহরণ স্বরূপ—ঈশ্বর আমাকে যদি একজন প্রচারক করতে চান—বাইবেল আগাগোড়া ভালভাবে পড়া হবে আমার একটি লক্ষ্য। তারপর কোন এক বাইবেল স্কুলে ভর্তি হওয়া হবে এর আরেকটি লক্ষ্য।

সাধারণ ভাবে একজন ভাল খ্রীষ্টিয়ান বা একজন ভাল পরিচর্যাকারী হতে যাওয়াটাই যথেষ্ট নয়। একজন ভাল খ্রীষ্টিয়ান বা একজন কার্যকারীর জীবনে বিভিন্ন দিক থাকে। এই দিকগুলোকে আমরা সুনির্দিষ্ট ভাবে এক একটি লক্ষ্য হিসাবে ধরতে পারি। আমাদের

জীবনের লক্ষ্যগুলো কার্যকর হতে হলে সেগুলো সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার। কেননা আমাদের জীবনে অনেক ধরণের উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তাই বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য লক্ষ্যগুলোও নির্দিষ্ট হবে। তাছাড়া, লক্ষ্যগুলো অবশ্যই সাধ্যের মধ্যে থাকতে হবে, তা না হলে লক্ষ্য পূর্ণ হবেনা। উদাহরণ স্বরূপ—আমাদের লক্ষ্য, আগামী রবিবার সাণ্ডে-স্কুলের ছেলে মেয়েদের বলতে হবে, তারা যেন বাইরে থেকে অন্ততঃ পঞ্চাশ জন ছেলে মেয়ে যোগাড় করে নিয়ে আসে, সেখানে সাধারণতঃ তারা পাঁচ জনের বেশী আনতে পারে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এ লক্ষ্য সাধ্যের বাইরে। এর চেয়ে সপ্তাহে একদিন করে প্রার্থনা সভা করার সিদ্ধান্ত নিলে, তা হবে আমাদের সাধ্যানুযায়ী একটি লক্ষ্য।

৮। লক্ষ্যগুলো কার্যকর করবার জন্য সেগুলো অবশ্যই..................
......................এবং.........................মধ্যে হতে হবে।

যে লক্ষ্যগুলো আমরা লাভ করতে চাই, সেগুলোর জন্য আসুন একটা তালিকা তৈরী করি। তালিকাটি হয়ত অনেক বড় হতে পারে। কিন্তু সব লক্ষ্যগুলো অর্জন করবার মত প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ আমরা নাও পেতে পারি। হয়ত দেখা যাবে যে অনেকগুলো লক্ষ্যের মধ্যে কেবল একটা দুটোই আমরা লাভ করছি এবং তাও সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। আর তখন আমরা হতাশ হয়ে পড়ি। নিজেদের পরাজিত বলে মনে হয়। সুতরাং লক্ষ্যগুলো বেশী হলে আমাদের উচিৎ হবে স্থির করে নেওয়া যে কোন্‌টি আমরা প্রথমে করতে চাই। এভাবে লক্ষ্যগুলো আমরা তিনটি স্তরে সাজাতে পারি (ক) সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, (খ) গুরুত্বপূর্ণ ও (গ) কম গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় পাঠে, বিষয়-আসয় বিনিয়োগ করার জন্য প্রাধান্যর যে ক্রমিক পর্যায় (গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে একের পর এক করে) দেখানো হয়েছে। বাইবেল অনুসারে এটাই প্রাধান্য দেবার নিয়ম। একই ভাবে আমাদের জীবনের লক্ষ্যগুলোর উপরও প্রাধান্য দিতে হবে।

৯। কোন্ ব্যক্তি তার সব লক্ষ্যগুলো, উপরের নির্দেশ অনুসারে, সাজিয়ে সেগুলো পালন করছে ?

ক) সুব্রত স্থির করল যে, এক বছরে সে বাইবেল পড়ে শেষ করবে। তাই মাসে কয়টা অধ্যায় পড়বে তাও সে ঠিক করে রাখল।

খ) এবারের স্কুলের পরীক্ষায় ভাল করার জন্য মেরীর আরও অনেক বেশী পড়া দরকার। তাই সে স্থির করল প্রতি রাতে কম পক্ষে সে আরও এক ঘন্টা করে বেশী পড়বে।

গ) কিছু কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ কেনবার জন্য টাকা জমানো শুরু করার আগেই বাইবেল স্কুলে এক বছর পড়তে মিন্টু স্থির করে ফেলল।

১০। দ্বিতীয় পাঠে বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, একইভাবে জীবনের লক্ষ্যগুলোর উপরও প্রাধান্য দিতে হবে। নীচে বা দিকে কতগুলো উক্তি দেওয়া হোল—কোনটি প্রথমে করতে হবে, ক্রমান্বয়ে সাজান।

ক) পরিবারের প্রয়োজন দেখতে হবে।	১। প্রথম
খ) নিজের জন্য কিছু বেশী কাপড় চোপড় করতে হবে।	২। দ্বিতীয়
গ) মণ্ডলীর উপাসনাদিতে যোগ দিতে হবে।	৩। তৃতীয়
ঘ) অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে যেতে হবে।	
ঙ) প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ করতে হবে।	

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলো স্থির করার পরই সেগুলোতে পৌছনোর জন্য আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে। লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য অনেক উপায় থাকতে পারে। কিন্তু পরিকল্পার মাধ্যমে আমরা সবচেয়ে সহজ ও সরল উপায় খুঁজে পেতে পারি। পরিকল্পনা ছাড়া আমরা কখনই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো না। যদিও বা পারি কিন্তু তাতে সময় লাগবে অনেক বেশী। আমরা জানি অনেকেই স্বর্গে যেতে চায়, কিন্তু তাদের পথ ভুল। এ বিষয় অপর পৃষ্ঠায় একটি নক্সা দেওয়া হোল।

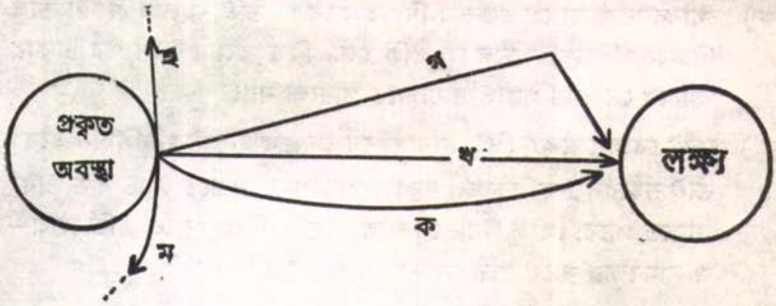

তীর চিহ্ন দিয়ে পথ নির্দেশ করা হয়েছে। সবচেয়ে সহজ ও ভাল পথ হোল 'খ'। লক্ষ্যে পৌঁছবার এটাই সোজা পথ। এটাই হোল খ্রীষ্টিয় পরিকল্পনা। 'হ' ও 'ম' পথ গুলো কোনদিনই লক্ষ্যে পৌঁছবেনা। তবে 'ক' ও 'গ' পথ দুটো খুবই বাঁকা, লক্ষ্যে পৌঁছতে অনেক বেশী সময় লাগবে।

পরিকল্পনা করার কতকগুলো উপায় নীচে দেওয়া গেল। পরবর্তী পাঠে এ উপায়গুলো ব্যবহারের কতকগুলো বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যাবে।

১। প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারা।

২। আমাদের লক্ষ্য বুঝতে পারা।

৩। সুযোগ সুবিধা, যা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে সেগুলো বুঝতে পারা।

৪। লক্ষ্যে পৌঁছবার বাধা-বিপত্তিগুলো বুঝতে পারা ও সেগুলো দূর করা।

৫। লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে পথে যেতে হবে তা জেনে নেওয়া।

পরিকল্পনা করার সময়ে আমাদের প্রার্থনায় থাকা একান্ত প্রয়োজন। ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা এরূপ হওয়া উচিৎ যেন, মনিবের সাথে কর্মচারী কথা বলছে। এর পরই আমাদের জন্য ঈশ্বরের সময়োপযোগী নির্দেশ আসতে থাকবে (হিতোপদেশ ১৬ ঃ ৯)।

১১। লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সঠিক পরিকল্পনা অনুসারে কে চলছে ?

ক) খোকনের ইচ্ছা সে একজন শিক্ষক হবে। তাই শহরের একটা ভাল শিক্ষক-প্রশিক্ষণ স্কুলে সে ভর্তি হল, কিন্তু কয়েক মাস পর টাকার অভাবে সে আর পড়াশুনা চালাতে পারলো না।

খ) ছোট বেলা থেকেই লিটু ভাবতো যে সে একজন টেক্‌নিসিয়ান হবে। তাই শহরে টেক্‌নিক্যাল স্কুলে পড়াশুনা করতে মোট কত টাকা লাগতে পারে, খোঁজ নিয়ে সেভাবে প্রস্তুতি নিয়ে স্কুলে ভর্তি হোল— ও সাফল্যের সাথে তার পড়া-শুনা শেষ করল।

১২। উপরের দুজনের মধ্যে যে কারণে একজন তার লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছিল, সেই কারণটি কি?

ক) সে তার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারেনি ও সেই মত বাধা-বিপত্তিগুলো দূর করেনি। যার জন্য সে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।

খ) সে তার লক্ষ্য বুঝতে পারেনি ও যে দিকগুলো সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে তাকে সাহায্য করতে পারত সেগুলো বুঝতে পারেনি।

তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে জীবন যাপন করা ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে জীবন যাপন করা সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিৎ, সেই ধরণের উক্তিগুলি চিনে বা বেছে নিতে পারা।

ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে যে পর্যন্ত আমরা আমাদের জীবন যাপন করতে সক্ষম না হবো, সে পর্যন্ত আমাদের জীবনে প্রস্তুতি-পর্ব চলতে থাকবে। আমরা নিজেদের জন্য বেঁচে নেই বরং প্রভুর জন্যই বেঁচে আছি। কারণ আমরা প্রভুর (রোমীয় ১৪ ঃ ৭-৮)। পরিচর্যা-কাজে এটাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান দিক।

ঈশ্বরের জন্যই যদি আমরা বেঁচে থাকি তাহলে পুরস্কার পাবো প্রচুর। ঈশ্বরের জন্য বেঁচে থাকার অর্থ-আমাদের জীবনের মালিক হিসাবে তাঁকে মেনে নেওয়া। বিনিময়ে তিনি আমাদের তাঁর পরিচর্যা-কারীর মর্যাদা দেবেন (১ শমূয়েল ২ ঃ ৩০)।

'কাজ' হোল খ্রীষ্টিয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করে কৃষিকাজের জন্য এদন উদ্যানে রেখেছিলেন (আদি ২ ঃ ১৫)। আদম যদি উদ্যানে চাষাবাদ করত ও এর যত্ন নিত, তাহলে তাঁর প্রয়োজনীয় খাবার সে ওখানেই জন্মাতে পারত (আদি ২ ঃ ১৬)। কয়েক হাজার বছর পর প্রেরিত পৌলও এবিষয়ে একই কথা বলেছেন, "কেউ যদি কাজ করতে না চায়, তবে সে যেন না খায়" (২ করিন্থীয় ৩ ঃ ১০)। ঈশ্বরও চান, আমরা যেন কাজ করি এবং তা থেকে অভাবী লোকদের সাহায্য করি (ইফিষীয় ৪ ঃ ২৮)।

১৩। পাপে পতিত হওয়ার আগে আদমকে কোন কাজ করতে হোতনা— তা কি সত্য ?

....

আমরা যখন বাইরের কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকি তখনও আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে আমরা প্রভুরই কাজ করছি। সহজভাবে বলতে গেলে আমরা বলব আমাদের সমস্ত কাজ তাঁরই উদ্দেশ্যে করতে হবে। আসলে তিনিই আমাদের সমস্ত কাজের নিয়োগকারী। সুতরাং আমরা যা-ই করিনা কেন, তা মানুষের জন্য নয় বরং প্রভুর জন্য করছি বলে মন-প্রাণ দিয়ে করা উচিৎ (ইফিষীয় ৬ ঃ ৫-৭, কলসীয় ৩ ঃ ২৩)। খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কাজ করার সময়ে মনে রাখতে হবে যে, আমরা তাঁরই কার্যকারী। তাই পরিচর্যা কাজ আমরা খুব যত্ন ও মর্যাদা সহকারে করবো, যাতে লোকেরা আমাদের তাঁর কার্যকারী বলে বুঝতে পারে। অনেক খ্রীষ্টিয়ান মনে করেন যে, পালক এমন কিই'বা বিশেষ কাজ

করেন—রবিবার সকালে গির্জা নেন ও বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ান—এই তো! লোকেরা একবার তাদের পাড়ায় পালককে দেখে এমনই জিজ্ঞেস করল, "পালক বাবু এখানে কি করছেন? বিকেল বেলায় বুঝি একটু ঘোরাফেরা করছেন?" শুধু কি এরাই? এমনকি পালকের ছেলে-মেয়েরাও পর্যন্ত জানেনা যে পালকীয় কাজ কত গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষক তাঁর ক্লাশে একজন পালকের ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমার বাবা কি করেন?" ছেলেটি বলল, "আমার বাবা। তিনি কোন কাজই করেন না।"

অনেকেই অনেক সময় নিজের কাজে সন্তুষ্ট থাকেন না। সংসার চালাতে টাকার দরকার, আপাততঃ আর কোন কাজ পাওয়া যাচ্ছেনা, তাই যে করে হোক কাজটি চালিয়ে যান। আমরা যদি এ অবস্থার মধ্যে কেউ থাকি, তাহলে যীশুর মত চিন্তা করলে আমাদের বিশেষ উপকার হবে। তিনি বলেন "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পালন করা এবং তাঁর কাজ শেষ করাই হোল আমার খাবার (যোহন ৪ঃ৩৪)। এই পাপ জগতে থাকাটা যীশুর পক্ষে খুব আরামদায়ক ছিলনা, তবুও তিনি তাঁর পিতার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন (গীতসংহিতা ৪০ঃ৮)। একইভাবে, এ জগতে তিনি যে সব কাজ দিয়েছেন, তা আমাদের করতে হবে। কিন্তু আপনি যে কাজ করছেন, তা যদি একজন খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষ হিসাবে প্রভুর অগৌরব জনক বলে মনে করেন, তবে তা ছেড়ে দিতে ইতঃস্তত করবেন না। ঈশ্বর নিশ্চয় আপনার জন্য এমন একটি উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করে দেবেন, যার মধ্যে আপনি তৃপ্তি ও শান্তি পাবেন।

১৪। নীচের কোন্ উক্তিটিতে খ্রীষ্টিয়ানদের নিজ নিজ কাজের প্রতি কেমন মনোভাব থাকতে হবে, সে বিষয়ে বলা হয়েছে?

ক) নিছক টাকার জন্যই এ ধরণের চাক্‌রি করছি। তা না হলে আমার এ ধরণের চাক্‌রি করা উচিৎ না।

খ) আমি যেমন খুশী তেমনভাবে কাজ করতে পারি, কেননা আমার কর্মকর্তা খ্রীষ্টিয়ান নন।

গ) আমি সরকারী অফিসে চাক্‌রি করছি। আমার কাজ সঠিক ভাবে করা উচিৎ, যেহেতু আমি জানি যে আমার সকল কাজ ঈশ্বরেরই উদ্দেশ্যে।

পরীক্ষা—৩

১। আমাদের আহ্বানের ব্যাপারে ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা, নিচের কোন উক্তিটিতে তা সবচেয়ে ভালভাবে দেখানো হয়েছে ? (✓) টিক্ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) ঈশ্বর আমাদের যীশুর মত গড়ে তুলতে চান। তাই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে দেন।

খ) জগৎ সৃষ্টি করার আগেই ঈশ্বর স্থির করে রেখেছিলেন যে, তাঁর সন্তানদের নিয়ে তিনি একটি পরিবার গড়ে তুলবেন, এবং তারা একদিন তাঁর সাথে রাজত্ব করবে।

খ) প্রতিটি জীবনের জন্য ঈশ্বরের একটি বিশেষ পরিকল্পনা আছে। তিনি চান, প্রত্যেকেই যেন এ জগতের আশীর্বাদ স্বরূপ হয়।

২। কেউ যদি বলে জীবনে সে ব্যর্থ হয়েছে—তার জীবনে আর কোন আশা নাই বা ঈশ্বর তাকে দিয়ে আর কিইবা করবেন ? এই লোককে কি বলে বোঝাতে হবে ?

ক) তাকে বোঝাতে হবে যে, প্রত্যেকের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা এক রকম নয়। যাহোক, সে অন্ততঃ মণ্ডলীর একজন সদস্য হতে পারে যদিও ঈশ্বর তাকে দিয়ে তেমন আর কোন কাজ করতে চান না।

খ) ব্যর্থ হওয়ার পরেও ঈশ্বর দায়ূদ ও মোশিকে কিভাবে ব্যবহার করেছেন, বাইবেল থেকে তা তাকে দেখাতে হবে, এবং তাকে উৎসাহ দিতে হবে, যেন সে তার জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা না জানা পর্যন্ত প্রার্থনার মাধ্যমে তা খুঁজতে থাকে।

৩। সম্ভবত আপনি প্রার্থনায় প্রভুর ইচ্ছা জানতে চেয়েছেন কিন্তু আপনি এখনও কোন উত্তর পাননি। এখন আপনার কি করা উচিৎ ? (✓) টিক্ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) বিশেষ নির্দেশের জন্য বাইবেল খুঁজে দেখা।

খ) ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে অপেক্ষা করতে থাকা।

গ) নিজের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

৪। মোশিকে প্রস্তুত করতে চল্লিশ বৎসর সময় লাগার কারণ—

ক) নিজের জীবনের জন্য মোশির ভিন্ন ধরণের পরিকল্পনা ছিল।

খ) প্রভুর কাজে মোশির বয়স খুব কম ছিল।

গ) ঈশ্বরের কাজের জন্য যে ধরনের লোকের দরকার, সেই ভাবে মোশিকে প্রস্তুত করতে হয়েছে।

৫। নিচের কোন্ উক্তিটিতে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে সম্পর্ক ভালভাবে দেখানো হয়েছে?

ক) ঈশ্বরের পরিকল্পনা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই ঈশ্বর আমাকে দিয়ে যা করাতে চান, আমার জীবনে তা কার্যকারী হওয়ার জন্য আমি নিজে থেকে কোন পরিকল্পনা করিনা।

খ) ঈশ্বরের পরিকল্পনা—আমি যেন যীশুর মত হই। তাই পরিকল্পনা করে এমনভাবে জীবন যাপন করবো যেন অন্যদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ হতে পারি।

গ) যাকোব ৪ ঃ ১৩-১৫ পদে বলা হয়েছে যে এ জগতে আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং কোন পরিকল্পনা না করাই ভাল। তাছাড়া, কোন পরিকল্পনা সফল করতে পারবো কিনা তাও জানিনা।

৬। বা দিকের উক্তিগুলোর সাথে ডানদিকের কথাগুলোর মিল দেখান।

......ক	সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় ও সবচেয়ে কম প্রয়োজনীয় লক্ষ্য স্থির করবার সিদ্ধান্ত।	১) লক্ষ্য ২) প্রাধান্য
......খ	লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য কতকগুলো নিয়ম একটার পর একটা পালন করতে হয়।	৩) পরিকল্পনা
......গ	যে লক্ষ্যগুলি প্রথমে লাভ করতে হবে সেজন্য তালিকা প্রস্তুত করা।	
......ঘ	আসলে কি করতে চান তা বলা।	

৭। মণ্ডলীর এক গরীব পরিবারের ছেলে-মেয়েদের বড়দিনের কাপড় চোপড় দিয়ে মেরী সেই পরিবারকে সাহায্য করতে চাইল। এ বিষয়ে মেরী দুটো পরিকল্পনা করল। তার মধ্যে কোনটিতে, এই পাঠে পরিকল্পনার যে উপায়গুলো দেখানো হয়েছে, সেগুলো অনুসরণ করা হয়েছে ? √ টিক্ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) প্রথমেই মেরী ঐ পরিবারকে জানালো যে ছেলেমেয়েদের সব শার্ট-প্যান্ট সেই দেবে। দ্বিতীয়তঃ সে দেখলো যে কয়টা শার্ট-প্যান্ট ঐ সময়ের মধ্যে তৈরী করতে পারবে। পরিশেষে সে হিসাব করে দেখতে চাইল অতগুলো ছেলে-মেয়েদের জন্য কাপড় কেনার সামর্থ তার আছে কিনা।

খ) প্রথমতঃ মেরী হিসাব করে দেখতে চাইল যে অতগুলো ছেলে-মেয়েদের জন্য কাপড় কেনার সামর্থ তার আছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ সে দেখল যে এই সময়ের মধ্যে কয়টা শার্ট-প্যান্ট সে তৈরী করতে পারবে। সেভাবে কাপড়, তৈরী করে বড়দিনের আগেই মেরী বাড়ী গিয়ে ছেলে-মেয়েদের ওগুলো দিয়ে দিল।

৮। কোন নূতন বিশ্বাসী যদি এরূপ বলে যে সে এখন একজন বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ান-তার আর কাজ করার দরকার নেই, সমাজের ধনী খ্রীষ্টিয়ানেরা এখন তার ভরণ পোষণ চালাবে। তাকে বোঝাতে নিচের কোন্ উত্তরটি সবচেয়ে উপযুক্ত হবে, (√) টিক্ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) বাইবেল থেকে আদিপুস্তক ২ ঃ ১৫ পদ দেখিয়ে তাকে বোঝাতে হবে যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করার পর থেকেই মানুষকে কাজ করতে হচ্ছে। আর সেই কারণে কাজ না করে এ জগতে বেঁচে থাকবার মানুষের আর কোন পথ নেই।

খ) আদিপুস্তক ২ ঃ ১৫ পদ এরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করে তাকে বোঝাতে হবে যে, মানুষকে কাজ করতে হবে এটাই প্রথম থেকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর ঃ

(উত্তরগুলো ধারাবাহিক নয়)

৮। নির্দিষ্ট, সাধ্যের

১। ক- ৩) প্রকাশিত বাক্য ৪ ঃ ১১ পদ।
খ- ১) রোমীয় ৮ ঃ ২৯-৩০ পদ।
গ- ২) ইব্রীয় ১ ঃ ৩ পদ।
ঘ- ১) রোমীয় ৮ ঃ ২৯-৩০ পদ।

৯। গ) মিন্টু। (দুটো লক্ষ্যের মধ্যে যেটি তার পক্ষে সম্ভব তা সে স্থির করতে পেরেছিল। কিন্তু সুব্রত ও মেরী কেবল তাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বর্ণনা করেছে)।

২। খ) লূক ১ ঃ ৫-১৭ পদ।

১০। ক- ২) দ্বিতীয়
খ- ৩) তৃতীয়
গ- ১) প্রথম
ঘ- ২) দ্বিতীয়
ঙ- ১) প্রথম।

৩। ক- ৩) আমাদের আহ্বান থেকে।
ঘ- ১) অনন্তকাল থেকে।
গ- ৩) আমাদের আহ্বান থেকে।
ঘ- ২) আমাদের জন্ম থেকে।
ঙ- ১) অনন্তকাল থেকে।
চ- ২) আমাদের জন্ম থেকে।

১১। খ) লিটু।

৪। আমাদের প্রয়োজন— (ক) নিজেদের পরিকল্পনা ত্যাগ করা (খ) খ্রীষ্টের প্রভুত্ব মেনে নেওয়া এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তাঁর কাছে সমর্পণ করা।

১২। ক) খোকন তার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারেনি (সে তার লক্ষ্য সম্পর্কে সতর্ক ছিল কিন্তু স্কুলে পড়তে কত টাকা লাগবে সে বুঝতে পারেনি।) সেইভাবে তার বাধা-বিপত্তি গুলো দূর করেনি। যেমন—সহরে থেকে পড়াশুনা চালাবার জন্য সে আগে থেকে যথেষ্ট অর্থ জোগাড় করেনি।

৫। সঠিক উত্তর। [কিন্তু ক) উত্তরটি সঠিক নয়। সন্তোষের মনে রাখা উচিৎ যে ঈশ্বর হয়ত তার জন্য অন্য কোন পরিকল্পনা করে রেখেছেন—সুতরাং তার জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা খুঁজে দেখা। খ) উত্তরটিও সঠিক নয়। সীমার উচিৎ ছিল কোন প্রজ্ঞাবান লোককে জিজ্ঞেস করা যে তার স্বপ্নের অর্থ কি।]

১৩। না। তাঁকে কাজ করতে হোত। ঈশ্বর তাঁকে এদন উদ্যান দেখা শুনার কাজ দিয়েছিলেন।

৬। খ) তাঁদের জানার দরকার ছিল, কিভাবে তাঁর পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে হবে।

১৪। গ) আমি সরকারী অফিসে চাক্‌রি করছি। আমার কাজ সঠিকভাবে করা উচিৎ, যেহেতু আমি জানি যে আমার সকল কাজ ঈশ্বরেরই উদ্দেশ্যে।

৭। ক) ঈশ্বর আমাদের জন্য পরিকল্পনা করেন কিন্তু এগুলি কার্য্যকর করবার জন্য খুটিনাটি বিষয়ের পরিকল্পনাগুলি আমাদের হাতে।